রেকলেস

ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার থ্রিলার

সিডনি শেলডনের

রেকলেস

কাহিনিবিন্যাস : টিলি ব্যাগশ

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৪২৭ অক্টোবর ২০২০
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Sidney Sheldon's
RECKLESS
Story Tilly Bagshawe Translated by **Anish Das Apu**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : October 2020
Price : 500.00
US $ 25
ISBN 978 984 95024 6 3

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

লেখকের উৎসর্গ

For Belen, with love.

অনুবাদকের উৎসর্গ

তাহমিনা তাসমী তুরিণ
এ বইটির তখনো বাংলাদেশে প্রিন্টেড কপি পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে
আমাকে বইটির পিডিএফ পাঠিয়ে দেয় এই মেয়েটি। কাজেই এ বই
ওকে আমার উৎসর্গ করতেই হচ্ছে!

লেখকের কথা

আবারও ধন্যবাদ জানাই শেলডন পরিবারকে, বিশেষ করে আলেকজান্দ্রা এবং মেরিকে কারণ তাঁরা আমাকে তাঁদের এ বইগুলো লেখার জন্য শুধু বিশ্বাসই করেননি ট্রেসি হুইটনিকে নিয়ে রচনার বিষয়েও আস্থা রেখেছেন। আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমার কাছে বিশাল একটি ব্যাপার এবং এ বইটি সম্পাদনায় যেসব পরামর্শ আপনারা দিয়েছেন তা এক কথায় অমূল্য। আরও ধন্যবাদ আমার এডিটরদেরকে, মে চেন (নিউইয়র্ক) এবং কিম্বারলি ইয়ংকে (লন্ডন)। এবং ধন্যবাদ হারপার কলিন্সের ট্যালেন্টেড ও কমিটেড গোটা দলকে। ধন্যবাদ জানাই আমার এজেন্ট লিউক, মোর্ট জ্যাংকলো এবং লন্ডনে হেলি ওগডেনকে। এছাড়া ধন্যবাদ রইল জাংকলো এবং নেসবিটের সকলকে। আর কৃতজ্ঞতা আমার পরিবার, বিশেষ করে আমার স্বামী রবিন এবং আমার প্রিয় চার সন্তান সেফি, জ্যাক, থিও ও সামারকে। আমি তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসি।

টিলি ব্যাগশ

অনুবাদকের অনুভূতি

ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার থ্রিলার রাইটার সিডনি শেলডন তাঁর জীবদ্দশায় ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার যে থ্রিলারগুলো রচনা করে গেছেন সেগুলোর বেশিরভাগের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল নারী। তবে এ নারীচরিত্রগুলোর মধ্যে যে চরিত্রটি সবচেয়ে বেশি পাঠক মনে দাগ কেটেছে তার নাম ট্রেসি হুইটনি। বুদ্ধিমতী, সুন্দরী, বেপরোয়া এ ট্রেসি হুইটনিকে পাঠক হিসেবে আমরা প্রথম পাই *ইফ টুমরো কামস* বইতে। এ বই পড়ে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মেয়ে স্বপ্ন দেখেছে সে ট্রেসি হুইটনি হবে!

সিডনি শেলডনের মৃত্যুর পরে ট্রেসি হুইটনিকে নিয়ে টিলি ব্যাগশ 'ইফ টুমরো কামস'র সিকুয়েল রচনা করেন— *চেজিং টুমরো।* এবং বইটি ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলারের মর্যাদা লাভ করে। *চেজিং টুমরোর* সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে টিলি ব্যাগশ ট্রেসি হুইটনিকে নিয়ে আরেকটি থ্রিলার লিখেছেন। সেটি এই *রেকলেস*। এ বইতে আমরা ট্রেসিকে পাব আগের মতো অকুতোভয় নারী হিসেবে।

ট্রেসির কাছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআইসিক্স সাহায্য চাইতে যায় আলথিয়া নামে এক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীকে পাকড়াও করার জন্য। এ আলথিয়া ট্রেসির একমাত্র ছেলেকে হত্যা করেছে। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ট্রেসি গোটা ইউরোপজুড়ে খুঁজতে থাকে আলথিয়া নামের সেই মেয়েটিকে যার চেহারা কেউ কোনোদিন দেখেনি।

আশা করা যায় পাঠকের ভালোই লাগবে *রেকলেস*। বিশেষ করে বইয়ের শেষে যে দুর্দান্ত একটি চমক আছে সেটি পাঠকদেরকে রীতিমতো একটা ধাক্কাই দেবে বলা যায়। হ্যাপি রিডিং!

অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

থ্রিলার	**মূল্য**
ব্লাড লাইন	৩০০
দ্য নেকেড ফেস	১৮০
মর্নিং, নুন অ্যান্ড নাইট	২৭০
দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস	২৬০
দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট	৪৪০
মেমোরিজ অভ মিডনাইট	৩০০
দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি	৩২০
দ্য স্কাই ইজ ফলিং	৩০০
দ্য স্টারস শাইন ডাউন	৪০০
টেল মি ইয়োর ড্রিমস	৩০০
রেজ অব অ্যাঞ্জেলস	৩০০
আর ইউ অ্যাফ্রেড অব দ্য ডার্ক?	৩০০
উইন্ডমিলস অব দ্য গডস	৪০০
দ্য স্যান্ডস অব টাইম	৪০০
দ্য আদার সাইড অভ মি	৪০০
নাথিং লাস্টস ফর এভার	৩৬০
আ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর	৩২০
ইফ টুমরো কামস	৫০০
মাস্টার অব দ্য গেম	৫০০
দ্য প্যাভিড প্যাভিলিয়ন	৫০০
অ্যাঞ্জেল অব দ্য ডার্ক	৩৮০
আফটার দ্য ডার্কনেস	৫০০
মিস্ট্রেস অব দ্য গেম	৬০০
দ্য টাইডস অব মেমোরি	৪০০
চেজিং টুমরো	৪০০
রেকলেস	৫০০
কিশোর সায়েন্স ফিকশন	
দ্য সিক্রেট পাথ	৬৫
টাইম টেরর	৬৫
অ্যালিয়েন ইনভেনশন	৬০
দ্য উইচেস রিভেঞ্জ	১০০
নাইট অভ দ্য ভ্যাম্পায়ার	৬০
হরর সায়েন্স ফিকশন	
স্পিসিজ	১৫০
ইনভ্যাসন অভ দ্য বডি স্ন্যাচার্স	১২০
স্পাই থ্রিলার	
দ্য আরব প্লেগ	১৪০
ভৌতিক গল্প সংকলন	

মুণ্ডুহীন প্রেত	৩২০
পিশাচ বাড়ি	৩২০
গ্রহান্তরের বিভীষিকা	৩২০

প্রথম খণ্ড

এক

রয়াল মিলিটারি একাডেমি, স্যান্ডহার্স্ট, ইংল্যান্ড, শনিবার, নভেম্বর ২২, রাত ৯:০০ টা।

'স্যার!'

অফিসার ক্যাডেট সেবাস্টিয়ান উইলিয়ামস ঝড়ের বেগে ঢুকল মেজর জেনারেল ফ্রাঙ্ক ডোরিয়েনের অফিসে। উইলিয়ামের মুখ সাদা হয়ে আছে, চুল এলোমেলো। পরনের ইউনিফর্ম কয়েক জায়গায় কোঁচকানো। ওপরের ঠোঁট কামড়ালেন ফ্রাঙ্ক ডোরিয়েন।

'কী হয়েছে?'

'প্রিন্স আকিলিয়াস, স্যার।'

'প্রিন্স আকিলিয়াস? মানে অফিসার ক্যাডেট কনস্টানটিনোস?'

মেঝেয় চোখ নামাল উইলিয়ামস। 'জি, স্যার।'

'তো ওর কী হলো?'

একমুহূর্তের জন্য জেনারেল ডোরিয়েনের মনে হলো উইলিয়ামস বোধহয় কেঁদেই ফেলবে।

'ও মারা গেছে, স্যার।'

মেজর জেনারেল তাঁর জ্যাকেটের গা থেকে এক টুকরো নরম কাপড় টুসকি মেরে সরিয়ে দিলেন। লম্বা এবং চিকন গড়ন, অ্যাথলেটদের মতো পাকানো শরীর, পাথর দিয়ে খোদাই করা হাড়সর্বস্ব চেহারায় কোনো ভাব ফুটে নেই তাঁর।

'মারা গেছে?'

'জি, স্যার। ওকে পেয়েছি... ঝুলন্ত অবস্থায়। এইমাত্র। খুবই ভয়ংকর লাগছিল দেখতে, স্যার!' কাঁপছে ক্যাডেট উইলিয়ামস।

'চলো দেখি।'

জরাজীর্ণ চেহারার অ্যাটাচে কেসটি নিয়ে বিধ্বস্ত দর্শন ক্যাডেটের পিছু পিছু এগোলেন ফ্রাঙ্ক ডোরিয়েন। জানালাবিহীন একটি করিডর সোজা চলে গেছে ব্যারাক অভিমুখে। একটা পুতুলের মতো ল্যাগব্যাগ করে এগোচ্ছে উইলিয়ামস। তার ওপর চোখ রেখে ফ্রাঙ্ক ডোরিয়েন মাথা নাড়লেন হতাশ ভঙ্গিতে। অফিসার ক্যাডেট সেবাস্টিয়ান উইলিয়ামসের মতো সেনারা প্রমাণ করছে আজকাল আর্মিতে নিয়মশৃঙ্খলা এবং সাহস বলতে কিছু নেই।

গোটা জেনারেশনই নির্বোধ।

আকিলিয়াস কনস্টানটিনোস, গ্রিসের রাজকুমার, সেও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। বখে যাওয়া ছোকরা। এসব ছেলেপিলে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়াটাকে একটা খেলা মনে করে।

'ওখানে, স্যার,' পুরুষদের বাথরুমের দিকে ইঙ্গিত করল উইলিয়ামস। 'ও এখনো... বুঝতে পারছি না ওকে রশি কেটে নামাব কি না।'

'ধন্যবাদ, উইলিয়ামস।'

ফ্রাঙ্ক ডোরিয়েনের গ্রানিট পাথরসম মুখে কোনো ভাব ফুটে নেই। তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে চার-পাঁচ বছর আগে, ধূসর কেশ, শক্ত শিরদাঁড়া, ফ্রাঙ্ককে বলা যায় একজন জন্মগত সৈনিক। সারাজীবন শারীরিক শৃঙ্খলা মেনে চলায় দেহ পেয়েছে ঋজুতা। তাঁর দৃঢ়, নিয়ন্ত্রিত মনের মতোই।

'ডিসমিসড।'

'স্যার?' মাথা তুলে চাইল ক্যাডেট উইলিয়ামস। হতচকিত মেজর জেনারেল কি সত্যি ওকে চলে যেতে বললেন?

এমন নয় যে আকিলিয়াসকে সে আবার দেখতে চায়। বন্ধুর লাশের ছবি ইতোমধ্যে তার স্মৃতিতে উত্তপ্ত লৌহশলাকা চালিয়েছে। ফোলা মুখ, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসা চক্ষু। খুবই ভয়ংকর লাগছিল দেখতে। কাগজে কলমে সে সৈনিক হলেও আগে কখনো লাশ দেখেনি।

'তুমি কানে শুনতে পাও-না নাকি?' ধমক দিলেন জেনারেল। 'আমি বললাম 'চলে যাও।'

'স্যার। জি, স্যার।'

ক্যাডেট উইলিয়ামস চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ফ্রাঙ্ক ডোরিয়েন। তারপর খুললেন বাথরুমের দরজা।

প্রথমেই তাঁর নজরে এলো তরুণ গ্রিক প্রিন্সের বুটজুতো, খোলা একটি স্টলের সামনে তাঁর চোখ বরাবর ঝুলছে। চকচকে পালিশ করা বুটজুতো। জেনারেল ডোরিয়েনের কাছে মনে হলো এটি একটি সৌন্দর্যবিশেষ।

স্যান্ডহার্স্টের প্রতিটি ক্যাডেটের এরকম বুটজুতো পরা উচিত।

ডোরিয়েনের চাউনি ওপরদিকে সরল। প্রিন্সের ইউনিফর্ম গুয়ে মাখামাখি। কটূ গন্ধে কুঞ্চিত হলো জেনারেলের নাক। অবশেষে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেকেই মৃত্যুর সময় পায়খানা করে দেয়।

তাঁর চোখ আরও ওপর পানে উঠতে ছেলেটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

প্রিন্স আকিলিয়াস কনস্টানটিনোস তাঁর দিকে এক ঠায় তাকিয়ে আছে। চকচকে, বাদামি চোখ। বিস্ফারিত। যেন বিস্মিত হয়ে ভাবছে পৃথিবী এত নিষ্ঠুর কেন।

বোকা ছেলে। ভাবলেন ফ্রাঙ্ক ডোরিয়েন।

ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন তিনি। ছেলেটির শোকে নয়, এতক্ষণ দম বন্ধ করে রেখেছিলেন বলে। গ্রিক রাজপরিবারের একজন সদস্য আকিলিয়াস, সে কি না মারা গেল আত্মহত্যা করে। তাও স্যান্ডহার্স্টে! আত্মহত্যা ছিঁচকে চুরির মতো। কাপুরুষরাই এমনটি করে।

গ্রিকরা ব্যাপারটা পছন্দ করবে না। ব্রিটিশ সরকারও নয়।

গোড়ালির ওপর ভর করে ঘুরলেন ফ্রাঙ্ক ডোরিয়েন। শান্ত পায়ে হেঁটে ফিরে এলেন নিজের অফিসে। তারপর ফোন তুললেন।

'আমি বলছি! আমার ধারণা আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি।'

দুই

সাবেক সোভিয়েত ব্রাটিস□াভা প্রজাতন্ত্র
রোববার, নভেম্বর ২৩, রাত ২:০০ টা।

ওয়েলস ফুজিলিয়ার্সের ক্যাপ্টেন বব ডেলি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আগের রাতে যে বক্তৃতাটি তাঁকে বলতে বলা হয়েছিল তা উগড়ে দিলেন। তিনি ক্লান্ত, শীতার্ত এবং বুঝতে পারছেন না তাঁর কিডন্যাপাররা কেন এসব নাটক করছে। তাঁর কিডন্যাপাররা মূর্খ নয়। নিশ্চয় জানে তারা যেসব দাবি করেছে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তা আসলে আগডুম-বাগডুম ছাড়া কিছু নয়।

ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে বন্ধ করে দিতে হবে।

যেসব ব্রিটিশ নাগরিক এক মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি মালিক তাদের সহায়সম্পত্তি কেড়ে নিতে হবে।

বন্ধ করে দিতে হবে স্টক এক্সচেঞ্জ।

মৌলবাদী বামপন্থি সংগঠন গ্রুপ ৯৯ যারা এথেন্সের রাস্তা থেকে বব ডেলিকে অপহরণ করেছে তারা নিজেরাও কেউ বিশ্বাস করে না এরকম কিছু ঘটতে পারে। ববের অপহরণ এবং তিনি এখন যে বক্তৃতা দিচ্ছেন সেটি স্রেফ পাবলিসিটি স্ট্যান্ট ছাড়া কিছু নয়। দিনকয়েকের মধ্যে তাঁর কিডন্যাপাররা তাঁকে ছেড়ে দেবে এবং ইন্টারন্যাশনাল হেডলাইনে কীভাবে আসা যায় তা নিয়ে অন্য কিছু চিন্তা করবে। গ্রুপ ৯৯ কে বলা যায় সেলফ প্রোমোশনের গুরু।

এ সংস্থার নাম ৯৯ রাখার কারণ বৈশ্বিক জনসংখ্যার ৯৯ শতাংশেরও কম মানুষ পৃথিবীর অর্ধেকেরও কম সম্পদ ভোগ করে। গ্রুপ ৯৯ নিজেদেরকে পরিচয় দেয় 'রবিনহুড হ্যাকারস' বলে। তারা দরিদ্র মানুষের পক্ষে বড়োলোকদের টার্গেট করে। দলটি যাদেরকে দুর্নীতিপরায়ণ বলে মনে

করে তাদেরকে এক সময় সাইবার হামলা করত। এদের মধ্যে ম্যাকডোনাল্ডের মতো ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি যেমন ছিল তেমনি ধনবান সরকারি এজেন্সিও থাকত যারা ১ পার্সেন্ট দলের সংস্থা। গ্রুপ ৯৯ সিআইএর সিস্টেম হ্যাক করেছে এবং শতাধিক অত্যন্ত বিব্রতকর ব্যক্তিগত ই-মেইলে ঢু মেরেছে। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় স্যান্ডহার্স্ট-সহ নানা জায়গার ধনবানদের কাছ থেকে ঘুস নিয়েছে তা তারা ফাঁস করে দিয়েছে। প্রতিটি সাইবার হামলার পরে টার্গেটের কম্পিউটার পর্দায় ফুটে ওঠে ভাসমান লাল বেলুন— এটি গ্রুপের লোগো। আশির দশকের জনপ্রিয় পপসংগীত '৯৯ রেড বেলুনস' এর অনুকরণে তৈরি। বিশ্বজুড়ে তরুণদের কাছে গ্রুপ ৯৯ প্রায় কাল্টের মর্যাদা পেয়ে গেছে।

তবে গত ১৮ মাস ধরে দলটি তাদের মনোযোগ ফিরিয়েছে বৈশ্বিক ফ্রাঙ্কিং বিজনেসের দিকে, এক্সন মোবাইল এবং বিপির মতো প্রতিষ্ঠান-সহ দুটি শীর্ষ স্থানীয় চীনা সংস্থাকে হ্যাক করেছে। পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ তাদেরকে তরুণদের মধ্যে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে এবং বিখ্যাত কয়েকজন হলিউড তারকাও তাদের সমর্থনে রয়েছেন।

ক্যাপ্টেন বব ডেলি নিজেই এ দলটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন যদিও এদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক তিনি নন। তবে ব্রাটিস□াভার দুর্গম অরণ্যের এক পাহাড়ি ক্যাবিনে তিন সপ্তাহ বন্দি থাকার পরে এদের প্রতি তাঁর ভাব-ভালোবাসায় ঘাটতি পড়েছে। ওরা আজ রাত দুটোর সময় তাঁকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এসেছে শূন্যের তাপমাত্রার নিচে দাঁড় করিয়ে কোন ছাতামাথার ভিডিয়ো করবে বলে। এমন ঠান্ডা, বব ডেলির দাঁতকপাটি লাগার জোগাড়।

তবু, বলছেন তিনি নিজেকে, এরপরে অন্তত বাড়ি ফিরতে তো পারব।

তাঁর কিডন্যাপাররা তাঁকে এমন আশ্বাসই দিয়েছে। প্রথমে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এরপরে দিনকয়েক বাদে আমেরিকান সাংবাদিক হান্টার ড্রেক্সেলের পালা আসবে। ববকে যে সপ্তাহে এথেন্স থেকে অপহরণ করা হয়, একই সময়ে মস্কোর রাস্তা থেকে তুলে আনা হয়েছে হান্টারকে।

হান্টার ড্রেক্সেলের কিডন্যাপের ঘটনা আমেরিকায় বেশ একটা আলোড়ন ফেলেছে। তবে তাকে অপহরণ করা হয় হুট করেই, তেমন কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই। কিন্তু ববকে কিডন্যাপের বিষয়টি ছিল পূর্বপরিকল্পিত।

ক্যাপ্টেন বব ডিলি MI6-এর ট্রেনিং এক্সারসাইজে এথেন্স গিয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর প্রথম সফর। গ্রুপ ৯৯ জানত তিনি কোথায় এবং কবে

যাচ্ছেন। বব নিশ্চিত, এমআইসিক্সের ভেতরে এদের লোকজন আছে। তারাই ববের ব্যাপারে পাচার করেছে তথ্য। তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছে যাতে সেনাবাহিনী এবং এমআইসিক্স উভয় স্থানেই বিব্রতকর একটি পরিবেশ তৈরি হয়। এছাড়া আর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছেন না বব। ববকে সবাই সম্মানিত রবার্ট ডেলি হিসেবে চেনে, উচ্চবিত্ত ব্রিটিশ পরিবারের একজন ধনবান মানুষ যাঁর সঙ্গে হোমরাচোমরা অনেকের সঙ্গে দহরম-মহরম সম্পর্ক।

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না,' নিখুঁত ইংরেজিতে হাসতে হাসতে বব ডেলিকে বলেছিল তাঁর একজন কিডন্যাপার। 'আপনি সুবিধাবাদী সমাজের একজন পোস্টার বয়মাত্র। এটাকে একটা অভিজ্ঞতা হিসেবে ধরে নিন।'

হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা হয়েছে বইকি। হান্টার ড্রেক্সেলের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। যদিও দুজনের মধ্যকার পার্থক্য বিপুল। বব ডেলি একজন ট্র্যাডিশনাল, কনজারভেটিভ এবং দেশপ্রেমিক মানুষ। ওদিকে হান্টার বাউন্ডুলে, স্বাধীনতা এবং ঝুঁকিপ্রবণ। তবে তিন মাস একই ক্যাবিনে বন্দি থাকায় ব্যক্তিত্ব ও মতাদর্শের এসব ফারাক তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরিতে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারেনি। বাড়ি ফিরে বব প্রথমেই যে কাজটি করবেন তা হলো সেনাবাহিনী এবং গোপনে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করা থেকে অবসর নেবেন। তাঁর স্ত্রী ক্লেয়ার এতে খুশিই হবে।

'সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকান এবং স্ক্রিপ্টে যা বলা হয়েছে তাই পড়ুন।'

কথাটি যে বলল তার নাম অ্যাপোলো। গ্রিক। গ্রুপ ৯৯-এ প্রত্যেকের একটি করে কোডনেম রয়েছে। অনলাইনে তারা এটি ব্যবহার করে। যদিও দলের সদস্যরা এসেছে পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে।

বব ডেলি এবং হান্টার ড্রেক্সেল দুজনেরই অ্যাপোলোকে নিদারুণ অপছন্দ। লোকটা দুর্বিনীত, রসকষহীন। আজ তার পরনে কালো পোশাক, মুখ ঢাকা বালাক্লাভায়।

সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করছে, ভাবলেন বব ডেলি। এরা বড়ো হওয়ার পরে কী হবে? গ্রুপ ৯৯-এর অ্যাডভেনচারের যখন অবসান ঘটবে তখন? অ্যাপোলো যখন ধরা পড়বে, অবশেষে তাই ঘটবে এবং এতে বব ডেলির কোনোই সন্দেহ নেই, ছেলেটাকে দীর্ঘদিন কারাবাস করতে হবে। এ চিন্তাটা কি কখনো ছোকরার মাথায় এসেছে?

'আমার নাম ক্যাপ্টেন বব ডেলি,' শুরু করলেন বব। সোজা তাকিয়ে

আছেন ক্যামেরার দিকে। স্ক্রিপ্টের লেখা নিখুঁতভাবে পড়ছেন। যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে কাজ, দ্রুতই তিনি ফিরে যেতে পারবেন ক্যাবিনে নিজের গরম বিছানায়। বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে লম্ফঝম্প করার চেয়ে হান্টার ড্রেক্সেলের নাক ডাকা সহ্য করা অনেক ভালো।

পড়া শেষ হলে তিনি অ্যাপোলোর দিকে তাকালেন।

'ঠিক আছে?'

'ভেরি গুড,' বলল মুখোশধারী।

'আমার কাজ শেষ?'

মুখোশের ফাঁক দিয়ে গ্রিককে হাসতে দেখলেন বব ডেলি।

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন ডেলি। আপনার কাজ শেষ।'

তারপর, ক্যামেরা তখনো চলমান, অ্যাপোলো একটি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে গুলিতে উড়িয়ে দিলো বব ডেলির মাথার খুলি।